দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 04 DEC 2005
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

প্রতিশ্রুতি পেয়েও দীর্ঘ ৩৫ বছরেও মুলাদী ডিগ্রি কলেজকে সরকারীকরণ করা হয়নি

॥ বরিশাল অফিস ॥

১৯৭০ সালে সাড়ে ৪ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত মুলাদী ডিগ্রি কলেজটি সরকারীকরণের প্রতিশ্রুতি পেয়েও আজ পর্যন্ত এর বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে কলেজটি। কলেজে রয়েছে ক্লাসের রুমের সংকট। কয়েকটি বিষয়ের শিক্ষকও নেই। বর্তমানে কলেজে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে প্রায় ১০০০। শিক্ষক আছে ৪০ জন। ১৪ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে বর্তমানে কাজ করছে ১১ জন। ৩টি পদশূন্য। এ কলেজে সুইপারের পদটি দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ শূন্য রয়েছে। ফলে পয়ঃনিষ্কাশনে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

পর্যাপ্ত ক্লাসের রুমের অভাবে ৪/৫টি বিভাগের ক্লাস নিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে শিক্ষকদের। ইসলামের ইতিহাস, সমাজকল্যাণ, গার্হস্থ্য ও অর্থনীতি বিষয়ের শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। কলেজে দু'টি দোতলা ও ১টি আধাপাকা ভবন রয়েছে। আরো ৪টি টিনশেড রয়েছে। সেগুলোর অবস্থা এতটা করুণ তার মধ্যে ক্লাস নেয়া দুষ্কর হয়ে পড়ায় কর্তৃপক্ষ ঐ ঘরগুলোকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখেছে। ঘরগুলোকে সংস্কার করা হলেও ক্লাসের সমস্যা কিছুটা হলে দূর হবে বলে শিক্ষার্থীরা জানায়।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর অভিযোগ, তাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে টয়লেটের জন্য কলেজ ক্যাম্পাসে

বরিশালঃ মুলাদী ডিগ্রি কলেজ

তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। কলেজে শিক্ষার্থীদের কমনরুম নেই ও বই পড়ার জন্য লাইব্রেরী নেই। কলেজে রয়েছে আসবাবপত্রের অভাব। যার ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কলেজের দামীদামী বই। কলেজের সম্মুখে বিরাট একটি খেলার মাঠ রয়েছে। সেটিরও সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কলেজের শিক্ষকরা অভিযোগ করেন দীর্ঘদিন ধরে কলেজ ফান্ড থেকে তারা কোন আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন না। কারণ হিসেবে তারা ফরম পূরণে সরকারী দলের চাপের কথা উল্লেখ করেন। ফরম পূরণের সময় শিক্ষার্থীদের বছরের বেতনসহ ধার্য ফি রাজনৈতিক নেতাদের চাপে কম নেয়া হয়। অনেক সময় দেখা যায় বোর্ডের ফিও তাদের চাপের কারণে কমিয়ে দেয়া হয়। ঐ ফি কলেজ তহবিল থেকে ম্যানেজ করে বোর্ডে পাঠানো হয়। যার ফলে প্রায় ৩৬ মাস যাবৎ কলেজের শিক্ষকরা কলেজ ফান্ড থেকে কোন ভাতা পাচ্ছেন না।

অধ্যক্ষ আনোয়ারুল কবির জানান, ১৯৯১ সালের ৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কলেজটি সরকারীকরণের আশ্বাস দেন। আর এ আশ্বাসের কারণে কলেজটিতে বাহির থেকে সাহায্য-সহযোগিতাও বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারী হবে এ আশায় দিন গুনছেন কলেজের শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীরা।